বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা

(বিচার শাখা)

www.supremecourt.gov.bd

স্মারক নং-৯৬৩৮ জে, তারিখ : ১৮ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ০৩ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: অধস্তন আদালতের বিচারকগণের বদলি ও পদায়ন নীতিমালা, ২০২৪ (খসড়া) সংক্রান্তে মতামত লিখিত আকারে প্রদান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মুল ভবনের ইনার গার্ডেনে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয় গত ২১.০৯.২০২৪ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের মাননীয় বিচারপতি এবং সারা দেশ থেকে আগত জেলা আদালতের বিভিন্ন পর্যায়ের বিচারকবৃন্দের প্রতি অভিভাষণ প্রদান করেন। উক্ত অভিভাষণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয় বিচার বিভাগ সংস্কারে একটি রোডম্যাপ (Roadmap) ঘোষণা করেন। তৎপ্রেক্ষিতে, মাননীয় প্রধান বিচারপতির মহোদয়ের সানুগ্রহ দিক-নির্দেশনা মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনাল এর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ যথাযথরূপে পালনের ক্ষেত্রে অধস্তন আদালতের বিচারকগণের বদলি ও পদায়ন নীতিমালা, ২০২৪ (খসড়া) প্রস্তুত করা হয়েছে **(কপি সংযুক্ত)**।

২। প্রস্তুতকৃত অধস্তন আদালতের বিচারকগণের বদলি ও পদায়ন নীতিমালা, ২০২৪ (খসড়া) সংক্রান্তে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসে কর্মরত সকল জেলা ও দায়রা জজ/সমপর্যায়ের বিচারকবৃন্দের মতামত লিখিত আকারে প্রদান করার জন্য বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয় সদয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন।

৩। এমতাবস্থায়, অধস্তন আদালতের বিচারকগণের বদলি ও পদায়ন নীতিমালা, ২০২৪ (খসড়া) সংক্রান্তে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসে কর্মরত সকল জেলা ও দায়রা জজ/সমপর্যায়ের বিচারকবৃন্দের মতামত লিখিত আকারে আগামী ০৭.১১.২০২৪ খ্রি. তারিখের অফিস সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল এর দপ্তরে বা সফটকপি (aticklaw@gmail.com) ই-মেইলে বা (whatsapp নম্বর-০১৭১৬-১৮৫৫৮৩)-এ প্রেরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি: অধস্তন আদালতের বিচারকগণের বদলি ও পদায়ন নীতিমালা, ২০২৪ (খসড়া)।

স্বাক্ষরিত

(ড. আজিজ আহমদ ভূঞা)
রেজিস্ট্রার জেনারেল
ফোন: ০২-২২৩৩৮২৭৮৫
ইমেইল: rg@supremecourt.gov.bd

স্মারক নং-৯৬৩৮ (১-৪০) জে, তারিখ : ১৮ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ০৩ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। জেলা ও দায়রা জজ,-- ----------- (সকল)।
৩। মহানগর দায়রা জজ, --- (সকল)।
৪। বিভাগীয় বিশেষ জজ, বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, ---------------------------------(সকল)।
৫। বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ---------------------------- (সকল)।
৬। বিচারক (জেলা জজ), জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল,------- ------------ (সকল)।
৭। বিচারক (জেলা জজ), দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল,--------- --------------------- --------- (সকল)।
৮। বিচারক (জেলা জজ), সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ----------------------- --------- (সকল)।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সকল জেলা জজ/সমপর্যায়ের কর্মকর্তাকে বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ

৯। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
১০। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল,-- (সকল) ।
১১। সদস্য (জেলা জজ), শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
১২। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), শ্রম আদালত, --- (সকল)।
১৩। স্পেশাল জজ (জেলা জজ), স্পেশাল জজ আদালত --(সকল)।
১৪। বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ), মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, ... (সকল)।
১৫। বিচারক (জেলা জজ), সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ... (সকল)।
১৬। বিচারক (জেলা জজ), পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা ।
১৭। সদস্য (জেলা জজ), কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল,.................... (সকল)।
১৮। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), ১ম/২য় কোর্ট অব সেটেলমেন্ট, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ।
১৯। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), নিম্নতম মজুরী বোর্ড, তোপখানা রোড, ঢাকা।
২০। বিচারক (জেলা জজ), স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা।
২১। সচিব (জেলা জজ), বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, রমনা, ঢাকা।
২২। সদস্য (জেলা জজ), ট্যাকসেস অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ-৫, ঢাকা।
২৩। পরিচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫, বেইলী রোড, ঢাকা ।
২৪। সচিব, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা ।
২৫। রেজিস্ট্রার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা।
২৬। পরিচালক (প্রশাসন), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
২৭। সচিব, আইন কমিশন, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
২৮। মহা-পরিচালক (লিগ্যাল এন্ড প্রসিকিউশন), দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২৯। মহা-পরিদর্শক, (নিবন্ধন), নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
৩০। যুগ্ম সচিব (আইন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩১। যুগ্ম সচিব (আইন প্রণয়ন), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩২। আইন উপদেষ্টা, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩৩। আইন উপদেষ্টা (জেলা জজ), কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম।
৩৪। উপ-সচিব (লিগ্যাল), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩৫। পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ঢাকা।
৩৬। আইন কর্মকর্তা, পুলিশ হেডকোয়ার্টারস, ঢাকা।
৩৭। মাননীয় প্রধান বিচারপতির একান্ত সচিব, আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
৩৮। মাননীয় প্রধান বিচারপতির সচিব, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
৩৯। সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪০। অফিস কপি।

০৬.১১.২০২৪

(ড. মোঃ আতিকুস সামাদ)
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (প্রশাসন ও বিচার)
ফোন: +৮৮০২২২৩৩৮১৮৬৫
ইমেইল:judicialdr1@gmail.com

অধস্তন আদালতের বিচারকগণের বদলি ও পদায়ন নীতিমালা, ২০২৪ (খসড়া)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান-এর ১০৯ অনুচ্ছেদ এর মর্মানুসারে অধস্তন আদালতের বিচারকগণের বদলি ও পদায়নে অভিন্নতা বজায় ও সামঞ্জস্যতা আনয়নের মাধ্যমে দক্ষ বিচার প্রশাসন গঠনের উদ্দেশ্যে এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হইল।

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই নীতিমালা 'অধস্তন আদালতের বিচারকগণের বদলি ও পদায়ন নীতিমালা, ২০২৪' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

বিচারকগণের পদায়নের সাধারণ মেয়াদ

২। (১) অধস্তন আদালতে কর্মরত কোন বিচারক প্রতিটি কর্মস্থলে অনধিক ০৩ (তিন) বৎসর দায়িত্ব পালন করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি প্রধান বিচারপতির নিকট প্রতীয়মান হয় যে কোন বিচারক কোন বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন বা কোন বিচারক বদলি হইলে বিচার প্রশাসনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত বিচারক অনধিক আরও ০১ (এক) বৎসর উক্ত কর্মস্থলে নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

(২) দফা (১) এ যাহা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন চৌকি আদালতে কর্মরত বিচারকের পদায়নের মেয়াদকাল হইবে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বৎসর।

বিচারকগণের পদায়নের অধিক্ষেত্র নির্ধারণ

৩। কোনরূপ ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে অধস্তন আদালতের বিচারকগণকে দেওয়ানী ও ফৌজদারি আদালতসমূহে পালাক্রমে বদলি করিতে হইবে।

ব্যাখ্যাঃ জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার হিসাবে নিয়োজিত বিচারকদের কর্মকাল হিসাবের ক্ষেত্রে তিনি উক্ত দায়িত্ব পালনকালে দেওয়ানী আদালতে নিযুক্ত আছেন বা ছিলেন বলিয়া গণ্য হইবে।

০৬.১১.২৪

ড. মোঃ আতিকুস সামাদ
ডেপুটি রেজিস্ট্রার
(যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ)
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা

একই কর্মস্থলে পুনঃপুনঃ বদলি বারিত

৪। (ক) কোনো কর্মস্থলে একজন বিচারককে একাদিক্রমে ০২ (দুই) বার বদলি বা পদায়ন করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিচারক বদলিসূত্রে কোন কর্মস্থলে যোগদান করিবার ০৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে উক্ত বিচারক পদোন্নতিপ্রাপ্ত হইলে তাহার বর্তমান কর্মস্থলে পদ শূন্য থাকা সাপেক্ষে তাহাকে পদায়ন করা যাইবে।

(২) দফা (১) এ যাহাই থাকুক না কেন সমগ্র চাকুরি জীবনে একজন বিচারককে একই কর্মস্থলে, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট জেলায়, ০৩ (তিন) বার এর অধিকবার বদলি বা পদায়ন করা যাইবে না।

বিচারকগণের বদলির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় সাধারণ নীতি

৫। (১) অধস্তন আদালতের বিচারকগণের বদলির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সাধারণ নীতিসমূহ অনুসৃত হইবে-

(ক) শূণ্য পদ ব্যতিরেকে কোন বিচারককে বদলি করা যাইবে না;

(খ) কোন বিচারককে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের বিচারক হিসাবে এমন কোন কর্মস্থলে বদলি করা যাইবে না যেইখানে তাহার স্বামী/স্ত্রী, পিতা,মাতা, শ্বশুর, শাশুড়ি, ভাই, বোন, পিতামহ, মাতামহ আইন পেশায় নিযুক্ত রহিয়াছেন;

(গ) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসে যোগদানের পূর্বে কোন বিচারক কোনো আইনজীবী সমিতিতে ন্যূনতম ০২ (দুই) বৎসর আইন পেশা পরিচালনা করিলে তিনি চাকুরিতে যোগদানের তারিখ হইতে পরবর্তী ১০ (দশ) বৎসর পর্যন্ত উক্ত জেলায় পদায়ন লাভ করিতে পারিবেন না;

(ঘ) কোন বিচারক যেই জেলায় ক্রয়সূত্রে ১০ (দশ) শতাংশ এর অধিক কৃষি বা অকৃষি ভূমির মালিক থাকিবেন, তিনি সেই জেলাতে পদায়ন লাভ করিতে পারিবেন না।

ড. মোঃ আতিকুস সামাদ
ডেপুটি রেজিস্ট্রার
(যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ)
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

বদলির আবেদন বা রিপ্রেজেন্টেশন

৬। (১) নির্ধারিত ছকে যৌক্তিক কারণ উল্লেখ করিয়া একজন বিচারক যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর বদলির আবেদন/ রিপ্রেজেন্টেশন দাখিল করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, চাকুরি স্থায়ী হইবার পূর্বে কোন বিচারক এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোন আবেদন দাখিল করিতে অধিকারী হইবেন না।

(২) দফা (১) এ উল্লিখিত স্বপ্রণোদিত বদলির আবেদন বা রিপ্রেজেন্টেশন সংশ্লিষ্ট বিচারকের স্থানীয় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ এর মাধ্যমে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) অন্যান্য উপযুক্ত কারণের সহিত নিম্নোক্ত কারণসমূহ স্বপ্রণোদিত বদলির যৌক্তিক কারণ হিসাবে বিবেচিত হইবে, যথা-

(ক) বিচারকের স্বামী বা স্ত্রীর কর্মস্থলে বদলি কিংবা নিকটবর্তী কর্মস্থলে বদলি;

(খ) নিজ/স্ত্রী/সন্তান/পিতা-মাতা/শ্বশুর-শাশুড়ির গুরুতর অসুস্থতার কারণে চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুবিধার্থে কোন নির্দিষ্ট কর্মস্থলে বদলি;

(গ) অবসর গ্রহণের সুবিধার্থে কোন নির্দিষ্ট কর্মস্থলে বদলি;

(ঘ) স্থায়ী নিবাস হইতে কর্মস্থলের অগ্রহণযোগ্য দূরত্ব।

(৪) এই দফায় উল্লেখিত আবেদন/ রিপ্রেজেন্টেশন সংশ্লিষ্ট বিচারকের বদলির ক্ষেত্রে গুরুত্বের সহিত বিবেচিত হইবে, তবে উহা কর্তৃপক্ষের উপর বাধ্যকর হইবে না।

(৫) এই দফায় উল্লেখিত আবেদন/ রিপ্রেজেন্টেশন প্রত্যাখ্যাত হইলে উহার কারণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিচারককে অবহিত করিতে হইবে।

(৬) কোন বিচারক স্বপ্রণোদিত হইয়া বদলি হইলে উহা তাহার বদলির আদেশে উল্লেখ থাকিবে এবং এইরূপভাবে বদলিকৃত কোন বিচারক বদলিজনিত ভাতাদি প্রাপ্য হইবেন না।

স্বামী বা স্ত্রী'র কর্মস্থলের নিকটে পদায়ন লাভের অধিকার

৭। (১) কোন বিচারকের স্বামী অথবা স্ত্রী বিচারক হইলে তাহাদের উভয়কে একই কর্মস্থলে বদলি করিতে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে এবং একই কর্মস্থলে সংশ্লিষ্ট পদ শূন্য না থাকিলে নিকটতম কর্মস্থলে বদলি করিতে হইবে।

০৬.১১.২০২৪

ড. মোঃ আতিকুস সামাদ
ডেপুটি রেজিস্ট্রার
(যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ)
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

		(২) বিচারকের স্বামী বা স্ত্রী বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস ব্যতিরেকে অন্য কোন সরকারি বা বেসরকারি চাকুরিতে নিযুক্ত থাকিলে দফা (১) এর বিধান যতদূর সম্ভব অনুসরণ করিতে হইবে।
অবসর গ্রহণের পূর্বে বদলি নিরুৎসাহিতকরণ	৮।	(১) স্বপ্রণোদিত আবেদন ব্যতিরেকে কোন বিচারককে অবসর গ্রহণ করিবার তারিখ হইতে অনুর্ধ ০৬ (ছয়) মাস পূর্ববর্তী কোন সময়ে বদলি করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান বিচারপতি জনস্বার্থে কোন বিচারককে অবসর গ্রহণের তারিখ হইতে ০৬ (ছয়) মাস পূর্ববর্তী যে কোন সময় বদলি করিতে পারিবেন।
অবসর গ্রহণের সুবিধার্থে স্বপ্রণোদিত বদলি আবেদন		(২) দফা (১) এ যাহাই থাকুক না কেন কোন বিচারক অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে যাইবার ০১ (এক) বৎসর পূর্বে তাহার অবসরভাতা গ্রহণের সুবিধার্থে তাহার জন্য সুবিধাজনক কোন কর্মস্থলে বদলির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।
নীতিমালা বহির্ভূত কর্মপন্থা অসদাচারণ হিসাবে গণ্য	৯।	এই নীতিমালায় নির্ধারিত কারণ ও পদ্ধতি ব্যতিরেকে কোন বিচারক বদলি বা পদায়নের জন্য কোনরূপ পন্থা অবলম্বন করিলে তাহার উক্তরূপ কার্যাবলী অসদাচরণ বলিয়া গণ্য হইবে।
বিচারকগণের বদলির সময়	১০।	(১) প্রতি বৎসরের নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বদলি কার্যক্রম সম্পন্ন হইবে। (২) দফা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন পদোন্নতির ক্ষেত্রে বা প্রধান বিচারপতি প্রয়োজন মনে করিলে একজন বিচারককে বৎসরের অন্য সময়েও বদলি করা যাইবে।
স্থানীয় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিয়োগে ফিট লিস্ট (Fit List) অনুসরণ	১১।	(১) স্থানীয় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তথা জেলা জজ, মহানগর দায়রা জজ, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট পদে পদায়ন ও বদলির ক্ষেত্রে এতদুদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত ফিট লিস্ট (Fit list) অনুসরণ করিতে হইবে।

০৬.১১.২০২৪

ড. মোঃ আতিকুস সামাদ
ডেপুটি রেজিস্ট্রার
(যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ)
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

(২) স্থানীয় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিবেচিত পদে বদলি বা পদায়নের ক্ষেত্রে ফিট লিস্টে অন্তর্ভূক্ত বিচারকগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠ বিচারক অন্যদের তুলনায় প্রাধান্য পাইবেন।

(৩) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত ফিট লিস্ট (Fit list) প্রতি ০৬ (ছয়) মাস অন্তর অন্তর পরিমার্জন করিতে হইবে এবং স্থানীয় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিবেচিত কোন পদে নিয়োজিত কোন বিচারক ফিট লিস্ট (Fit list) হইতে বাদ পড়িলে তাহাকে উক্ত পদ হইতে সমপর্যায়ের কোন পদে বদলি করিতে হইবে।

বিচারকগণের প্রেষণে পদায়ন

১২। (১) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উচ্চ শিক্ষা গ্রহণার্থে মঞ্জুরকৃত প্রেষণ ব্যতীত যে কোন পদে অধস্তন আদালতের কোন বিচারকের প্রেষণ মেয়াদ অনধিক ৩ (তিন) বৎসর হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি সন্তুষ্ট হইবার কারণ থাকে যে প্রেষণে নিযুক্ত কোন বিচারকের বদলি করা হইলে বিচার প্রশাসনে বিঘ্ন ঘটিবে তাহা হইলে প্রধান বিচারপতি অনধিক ০১ (এক) বছর উক্ত প্রেষণ বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(২) কোন বিচারক পদোন্নতিপ্রাপ্ত হইয়া সরাসরি প্রেষণে পদায়িত হইতে পারিবেন না।

(৩) কোন বিচারক সমগ্র চাকুরি জীবনে ০৩ (তিন) মেয়াদের অধিক প্রেষণে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না এবং কোনক্রমেই একাদিক্রমে ০২ (দুই) মেয়াদ প্রেষণে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না।

(৪) কোন বিচারক ছুটি গ্রহণ করিয়া দেশে বা বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করিবার পর অনধিক ০৩ (তিন) বৎসর বিচার কর্মে নিযুক্ত না থাকিলে তিনি পুনরায় প্রেষণে পদায়নের জন্য যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হইবেন না।

বিচারকগণের কর্মস্থল প্রস্তাব করিবার অধিকার

১৩। (১) কর্মস্থলে ০২ (দুই) বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে এইরূপ বিচারকগণ এতদুদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত ওয়েবসাইটে তাহাদের পছন্দের কর্মস্থল প্রস্তাব করিবার সুযোগ পাইবেন এবং তাহাদের বদলির প্রস্তাব প্রস্তুতকালে তাহাদের পছন্দ বিবেচনায় লইতে হইবে।

০৬.১১.২০২৪

ড. মোঃ আতিকুস সামাদ
ডেপুটি রেজিস্ট্রার
(যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ)
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

(২) বিচারকের বদলির প্রস্তাব প্রস্তুতকালে সংশ্লিষ্ট বিচারকের সততা, যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা বিবেচনা করিতে হইবে।

বদলি ও পদায়ন সংক্রান্ত ডাটাবেজ সংরক্ষণ

১৪। অধস্তন আদালতের বিচারকগণের বদলি ও পদায়ন বিষয়ক একটি ডাটাবেজ সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং অত্র বদলি নীতিমালা কার্যকর হইবার পর হইতে উহা সময়ে সময়ে হালনাগাদ করিতে হইবে।

বিবিধ

১৫। (১) এই নীতিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন প্রধান বিচারপতি উপযুক্ত মনে করিলে তিনি অথবা তাহার কর্তৃক এতদুদ্দেশে গঠিত কোন কমিটি কোন অধস্তন আদালতের বিচারকের বদলি বা পদায়নের ক্ষেত্রে এই নীতিমালায় বর্ণিত শর্তসমূহ শিথিল করিতে পারিবেন।

(২) এই নীতিমালায় উল্লেখ করা হয় নাই এইরূপ কোন বিষয়ে কিংবা নীতিমালায় উল্লিখিত কোন বিষয়ের অস্পষ্টতা দূরীকরণে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে সার্কুলার জারি করিতে পারিবেন এবং উহা এই নীতিমালার অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) এই নীতিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, জনস্বার্থ ও বিচার ব্যবস্থার উন্নয়ন এই নীতিমালা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাইবে।

০৬.১১.২০২৪

ড. মোঃ আতিকুস সামাদ
ডেপুটি রেজিস্ট্রার
(যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ)
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ ঢাকা